সভ্য ও অসভ্য

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

একদা আমেরিকার এক আদিম নিবাসী ব্যক্তি মৃগয়া করিতে গিয়াছিল। সে সমস্ত দিন পশুর অন্বেষণে বনে বনে ভ্রমণ করিয়া, সায়ংকালে অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িল; এবং ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় একান্ত আক্রান্ত হইয়া, এক সন্নিহিত ইউরোপীয়ের বাসস্থানে উপস্থিত হইল। গৃহস্বামীর সন্নিধানে গিয়া সে আপন অবস্থা জানাইল; এবং কৃতাঞ্জলিপুটে কাতর বাক্যে প্রার্থনা করিল, মহাশয়, কিছু আহার দিয়া আমার প্রাণরক্ষা করুন। ইউরোপীয় ব্যক্তি শুনিয়া, সাতিশয় কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, যা বেটা, এখান হইতে চলিয়া যা; আমি তোর জন্য আহার প্রস্তুত করিয়া রাখি নাই। তখন সে বলিল, মহাশয়, তৃষ্ণায় আমার প্রাণবিয়োগ হইতেছে; আহার করিতে কিছু না দেন, অন্তত জল দিয়া আমার প্রাণদান করুন। এই প্রার্থনা শুনিয়া, ইউরোপীয় মহাপুরুষ বলিলেন, ওরে পাপিষ্ঠ, তুই আমার আলয় হইতে দূর হ, আমি তোরে কিছুই দিব না। তখন সে নিতান্ত হতাশ হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

এই ঘটনার প্রায় ছয় মাস পরে ওই ইউরোপীয় ব্যক্তি বয়স্যবর্গ সমভিব্যাহারে মৃগয়ায় গিয়াছিলেন। মৃগের অন্বেষণে ইতস্তত বিস্তর ভ্রমণপূর্বক, পরিশেষে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া, তিনি বয়স্যগণের সঙ্গভ্রষ্ট হইলেন। সায়ংকাল উপস্থিত হইল। তখন সে ব্যক্তি, কোন্ পথে গেলে অরণ্য হইতে বহির্গত হইয়া, লোকালয়ে উপস্থিত হইতে পারিবেন, তাহার কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না; বয়স্যগণের নামনির্দেশ পূর্বক, উচ্চৈঃস্বরে বারংবার আহ্বান করিতে লাগিলেন; কিন্তু কাহারও উত্তর পাইলেন না। অতঃপর তাঁহার অন্তঃকরণে বিলক্ষণ ভয়ের উদয় হইতে লাগিল। অধিকন্তু, সমস্ত দিনের পরিশ্রমে তিনি নিতান্ত ক্লান্ত এবং ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় একান্ত অভিভূত হইয়াছিলেন। এ অবস্থায়, তিনি প্রাণরক্ষাবিষয়ে এক প্রকার হতাশ হইয়া, লোকালয়ের উদ্দেশে ইতস্তত ধাবমান হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে আমেরিকার এক আদিম নিবাসীর পর্ণশালা তাঁহার নয়নগোচর হইল। তখন কিঞ্চিৎ আশ্বাসিত হইয়া, তিনি সত্বরগমনে কুটিরদ্বারে উপস্থিত হইলেন; এবং পুরস্কারের অঙ্গীকার করিয়া, কুটিরস্বামীকে বলিলেন, তুমি আমায় আমার আলয়ে পঁহুছাইয়া দাও।

তাঁহার প্রার্থনা শুনিয়া, সে ব্যক্তি বলিল, অদ্য সময় অতীত হইয়াছে; আপনি কোনো ক্রমে এ রাত্রিতে নির্বিঘ্নে আপন আলয়ে পঁহুছিতে পারিবেন না। কল্য প্রাতে আমি আপনাকে লোকালয়ে পঁহুছাইয়া দিব, আজ আমার কুটিরে অবস্থিতি করুন; আমার যা কিছু সংস্থান আছে, আপনার পরিচর্যায় নিয়োজিত হইবে। ইউরোপীয়, নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া, সে রাত্রি তদীয় কুটিরে অবস্থিতি করিলেন। কুটিরস্বামী, তাঁহার আহারের ও শয়নের যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিয়া দিল। রজনি প্রভাত হইলে, সে ব্যক্তি, ওই ইউরোপীয়ের সঙ্গে কিয়ৎ দূর গমন করিল; এবং যে পথে গেলে তিনি অক্লেশে ও নিরাপদে আপন আলয়ে পঁহুছিতে পারিবেন, তাহা দেখাইয়া দিল।

পরস্পর বিদায় লইবার সময় উপস্থিত হইলে আমেরিকার অসভ্য, ইউরোপীয় সভ্যের সম্মুখবর্তী হইয়া অবিচলিত নয়নে কিয়ৎক্ষণ তাঁহার মুখনিরীক্ষণ করিল; অনন্তর ঈষৎ হাস্য সহকারে ইউরোপীয়কে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি ইতঃপূর্বে আর কখনও আমায় দেখিয়াছেন কিনা? তিনি তাহার দিকে সাভিনিবেশ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিলেন; দেখিলেন, কিছুদিন পূর্বে যে ব্যক্তি, ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হইয়া, তাঁহার আলয়ে গিয়া জলদান দ্বারা প্রাণদান প্রার্থনা করিয়াছিল; কিন্তু তিনি সে প্রার্থনার পরিপূরণ না করিয়া, যৎপরোনাস্তি অবমাননাপূর্বক, তাড়াইয়া দিয়াছিলেন, সে-ই, অসময়ে আশ্রয় দিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছে। তখন তিনি হতবুদ্ধি হইয়া অধোবদনে দণ্ডায়মান রহিলেন; এবং কী বলিয়া পূর্বকৃত নৃশংস আচরণের নিমিত্ত ক্ষমাপ্রার্থনা করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না।

তখন সেই অসভ্যজাতীয় ব্যক্তি গর্বিত বাক্যে বলিল, মহাশয়, আমরা বহুকালের অসভ্য জাতি; আপনারা সভ্য জাতি বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন। কিন্তু দেখুন, সৌজন্য ও সদ্ব্যবহার বিষয়ে অসভ্য জাতি, সভ্য জাতি অপেক্ষা কত অংশে উৎকৃষ্ট। সে যাহা হউক, অবশেষে আপনার প্রতি আমার বক্তব্য এই, যে অবস্থার লোক হউক না কেন, যখন ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হইয়া, আপনকার আলয়ে উপস্থিত হইবে, তাহার যথোপযুক্ত আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিবেন; তাহা না করিয়া তেমন অবস্থায় অবমাননা পূর্বক তাড়াইয়া দিবেন না। এই বলিয়া, নমস্কার করিয়া সে প্রস্থান করিল।

পাঠ-সহায়ক

লেখক পরিচিতি : জন্ম : ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৮২০ খ্রিঃ; মৃত্যু : ২৯ জুলাই, ১৮৯১ খ্রিঃ। জন্মস্থান : মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রাম। পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা ভগবতী দেবী। বাংলার প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যকাল অতিবাহিত হয় কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে। কিন্তু অপরিসীম নিষ্ঠা, মেধা এবং পরিশ্রমের দ্বারা সমস্ত বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করে তিনি স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য 'বিদ্যাসাগর' উপাধিতে ভূষিত হন। শিক্ষান্তে তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে অধ্যাপনার কাজ গ্রহণ করেন। কালক্রমে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এবং দক্ষিণ বাংলার বিদ্যালয় পরিদর্শক পদে থাকাকালে বাংলার মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটানোর জন্য নানা জায়গায় মেয়েদের বিদ্যালয় স্থাপনে উৎসাহী হন। কিন্তু এসবের উর্ধ্বে উঠেছিল সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টা। তাঁরই চেষ্টায় ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে বিধবাবিবাহ আইনসিদ্ধ হয়। বহুবিবাহ এবং বাল্যবিবাহ দূর করার জন্যও চেষ্টা করেন। কোমলপ্রাণ এই মানুষটি ছিলেন দয়ার আধার। যেকোনো মানুষের দুঃখ দেখলে স্থির থাকতে পারতেন না। কত মানুষ যে তাঁর দ্বারা উপকৃত হয়েছেন, তার ইয়ত্তা নেই। তাই তাঁর আর এক পরিচিতি ছিল 'দয়ার সাগর' হিসেবে। শিক্ষার উন্নতির জন্য তিনি পুস্তক রচনা, সম্পাদনা ও প্রকাশনায় মনোনিবেশ করেন। সাহিত্যধর্মী অনেকগুলি গ্রন্থও রচনা করেন। কালিদাস, শেক্সপিয়র প্রভৃতি বিখ্যাত লেখকদের রচনার অনুবাদ করে বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। তাঁকে তাই যথার্থই বাংলা গদ্যের জনক বলা যায়। একদিকে যেমন তিনি 'বর্ণপরিচয়', 'উপক্রমণিকা' প্রভৃতি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন, অন্যদিকে শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত গ্রন্থরাজি অবলম্বনে অনেকগুলি সুখপাঠ্য ও সাহিত্যগুণান্বিত বাংলা গ্রন্থও রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস', 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'আখ্যানমঞ্জরী', 'বোধোদয়', 'ভ্রান্তিবিলাস' ইত্যাদি।

গল্পের মূলভাব : মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব তার মনুষ্যত্বের প্রকাশে। অর্থ বা বর্ণ কৌলীন্যকেই মানুষ জাতির বড়ো পরিচয় বলে মনে করে। কিন্তু পৃথিবীতে মানুষ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে তার মনুষ্যত্বের জন্য। যার মনুষ্যত্ব নেই, সে মানুষ পদবাচ্য নয়। 'মান' এবং 'হুঁশ'—এই নিয়েই মানুষ; না হলে সে পশু। আলোচ্যমান গল্পে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আমেরিকার আদিম নিবাসী এবং ইউরোপীয় ব্যক্তির কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে সেটাই প্রমাণ করেছেন। অর্থ এবং বর্ণ কৌলীন্যে ইউরোপীয় ব্যক্তি নিজেকে সভ্য বলে মনে করলেও তার মনুষ্যত্ব নেই বলে সে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা পায়নি। আর দরিদ্র আদিম নিবাসী কালো মানুষটি তার মানবিক গুণের সম্যক বিকাশে সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছে। তথাকথিত সভ্য মানুষকে পিছনে ফেলে সে হয়ে উঠেছে মনুষ্যত্বের বলিষ্ঠ স্তম্ভ। 'সভ্য ও অসভ্য' গল্পটি বিদ্যাসাগরের 'আখ্যানমঞ্জরী' নামক গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে।

শব্দার্থ : মৃগয়া—শিকার। অন্বেষণে—সন্ধানে। সায়ংকালে—সন্ধ্যাবেলায়। সন্নিহিত—নিকটবর্তী। সন্নিধানে—নিকটে, কাছে। কৃতাঞ্জলিপুটে—জোড়হাতে। কাতর বাক্যে—বিনীত বাক্যে, আবেদন মূলক ভাষায়। সাতিশয়—অতিশয়। কোপ—রাগ। প্রাণবিয়োগ—মৃত্যু। পাপিষ্ঠ—পাপী। আলয়—গৃহ, বাড়ি। বয়স্যবর্গ—বন্ধুবান্ধবগণ। সমভিব্যাহারে—সঙ্গে। ইতস্তত—এখানে-সেখানে। বিস্তর—অনেক। সঙ্গভ্রষ্ট—সঙ্গছাড়া। বহির্গত—বাইরে যাওয়া। বিলক্ষণ—নিশ্চিত। ধাবমান—ছুটন্ত। পর্ণশালা—পাতার কুটির। পরিচর্যায়—সেবায়। তদীয়—তার। অক্লেশে—বিনাকষ্টে। মুখ নিরীক্ষণ করিল—মুখের দিকে তাকাল। ঈষৎ—সামান্য, অল্প। সাভিনিবেশ—মনোযোগ সহকারে। যৎপরোনাস্তি—যার ওপরে কিছু নেই, সর্বোচ্চ, চরম। অধোবদনে—মুখ নিচু করে। দণ্ডায়মান রহিলেন—দাঁড়িয়ে রইলেন। পূর্বকৃত—পূর্বে করা হয়েছে এমন। নৃশংস—ভয়ংকর, মারাত্মক। অভিমান—অহংকার। সৌজন্য—বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ। উৎকৃষ্ট—ভালো, উন্নত।

অনুশীলনী

১. **সঠিক উত্তরটি বেছে নাও :**

১.১ আদিম নিবাসী আহার প্রার্থনা করেছিল—
(ক) কৃতাঞ্জলিপুটে কাতর বাক্যে (খ) ক্রন্দনরত কাতর বাক্যে
(গ) ঔদ্ধত্যপূর্ণ বাক্যে (ঘ) কৃতাঞ্জলিপুটে সাশ্রু নয়নে

১.২ আহার না পেয়ে আদিম নিবাসী প্রার্থনা করেছিল—
(ক) আশ্রয় (খ) জল (গ) অর্থ (ঘ) বস্ত্র

১.৩ অতঃপর তাহার অন্তঃকরণে অতিশয় ভয়ের উদয় হইতে লাগিল, কারণ—
(ক) ক্ষুধা তৃষ্ণায় তিনি অবসন্ন (খ) জঙ্গলে হিংস্র পশুর ভয় আছে
(গ) রাত্রিতে বাড়িতে ফিরতে পারবেন না (ঘ) জঙ্গলে ডাকাতের ভয় আছে

১.৪ ইউরোপীয় ব্যক্তি আদিম নিবাসীর কাছে বলেছিলেন—
(ক) তাঁকে বাড়িতে পৌঁছে দিতে (খ) তাঁকে খাবার দিতে
(গ) তাঁকে জল দিতে (ঘ) তাঁকে আশ্রয় দিতে

১.৫ পরস্পর বিদায়কালে আদিম নিবাসী ইউরোপীয় ব্যক্তিকে—
(ক) তিরস্কার করেছিল (খ) উপদেশ দিয়েছিল (গ) প্রহার করেছিল (ঘ) নমস্কার করেছিল

২. **বন্ধনীর মধ্যে প্রদত্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বাক্যগুলিকে বড়ো করো :**

(ক) আমি তোর জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখি নাই। (কী?)
(খ) তুই দূর হ। (কোথা হইতে?)
(গ) ইতস্তত ধাবমান হইলেন। (কীসের উদ্দেশ্যে?)
(ঘ) আপনারা অভিমান করিয়া থাকেন। (কী বলিয়া?)
(ঙ) আমি আপনাকে লোকালয়ে পঁহুছাইয়া দিব। (কখন?)

৩. **একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

(ক) ইউরোপীয় ব্যক্তি কী বলে আদিম নিবাসীকে তিরস্কার করেছিলেন?
(খ) কোন্ কথা শুনে ইউরোপীয় ব্যক্তি অতিশয় রাগ প্রকাশ করেন?
(গ) আদিম নিবাসী কী রকম বাড়িতে বাস করত?
(ঘ) কে অধোবদনে দাঁড়িয়ে ছিলেন?
(ঙ) 'তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিলেন।'—কে, কাকে চিনতে পারলেন?
(চ) 'এই বলিয়া, নমস্কার করিয়া সে প্রস্থান করিল।'—কী বলে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি নমস্কার করে প্রস্থান করেছিল?

৪. **সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :**

(ক) 'গৃহস্বামীর সন্নিধানে গিয়া সে আপন অবস্থা জানাইল।'—উদ্দিষ্ট ব্যক্তির অবস্থা কেমন হয়েছিল?
(খ) 'তখন সে নিতান্ত হতাশ হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।'—কে, কী কারণে হতাশ হয়েছিল?
(গ) 'অতঃপর তাঁহার অন্তঃকরণে বিলক্ষণ ভয়ের উদয় হইতে লাগিল।'—কী কারণে ভয়ের উদয় হয়েছিল?
(ঘ) 'তাহা স্থির করিতে পারিলেন না।'—কে, কী, কেন স্থির করতে পারলেন না?

(ঙ) 'অবশেষে আপনার প্রতি আমার বক্তব্য এই'—বক্তব্যটি কী ছিল?

(চ) 'তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিলেন।'—কে, কাকে চিনতে পারলেন? চিনতে পেরে তিনি কী করলেন?

৫. **দক্ষতামূলক রচনাধর্মী প্রশ্ন :**

(ক) 'সভ্য ও অসভ্য' গল্পে কে প্রকৃত সভ্য এবং কেন?

(খ) 'তখন তিনি হতবুদ্ধি হইয়া অধোবদনে দণ্ডায়মান রহিলেন।'—কে, কী কারণে অধোবদনে দণ্ডায়মান ছিলেন লেখো।

(গ) সৌজন্য ও সদব্যবহার বিষয়ে অসভ্য জাতি সভ্য জাতি অপেক্ষা যে উৎকৃষ্ট, তা গল্প অবলম্বনে প্রমাণ করো।

(ঘ) 'এই ঘটনার ছয় মাস পরে।'—কোন্ ঘটনা? ছয়মাস পরে কী ঘটনা ঘটেছিল?

(ঙ) 'সভ্য ও অসভ্য' গল্পের নামকরণের সার্থকতা বিচার করে লেখো।

৬. **শূন্যস্থান পূরণ করো :**

(ক) একদা আমেরিকার এক _____ নিবাসী ব্যক্তি মৃগয়া করিতে গিয়াছিল।

(খ) কিয়ৎক্ষণ পরে আমেরিকার এক আদিম নিবাসীর _____ তাঁহার নয়নগোচর হইল।

(গ) _____, তাঁহার আহারের ও শয়নের যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিয়া দিল।

(ঘ) তিনি তাহার দিকে _____ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিলেন।

(ঙ) আপনারা _____ জাতি বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন।

৭. **অর্থ লেখো :** মৃগয়া, সন্নিহিত, কৃতাঞ্জলিপুটে, সঙ্গভ্রষ্ট, নিরীক্ষণ।

৮. **বাক্য রচনা করো :** তৎক্ষণাৎ, অক্লেশে, নয়নগোচর, বিস্তর, পর্ণশালা।

৯. **পদান্তর করো :** পশু, কোপ, স্থির, প্রভাত, একান্ত।

১০. **বিপরীত শব্দ লেখো :** ঈষৎ, হতাশ, উৎকৃষ্ট, তদীয়, হতবুদ্ধি।

১১. **সন্ধি বিচ্ছেদ করো :** সাতিশয়, ইতস্তত, যৎপরোনাস্তি, নিরীক্ষণ, সাভিনিবেশ, পুরস্কার, অন্বেষণ।

১২. **চলিত ভাষায় রূপান্তর করো :**

(ক) তখন সে নিতান্ত হতাশ হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

(খ) এই বলিয়া, নমস্কার করিয়া সে প্রস্থান করিল।

(গ) কল্য প্রাতে আমি আপনাকে লোকালয়ে পঁহুছাইয়া দিব।

(ঘ) গৃহস্বামীর সন্নিধানে গিয়া সে আপন অবস্থা জানাইল।

১৩. **নির্দেশ অনুসারে বাক্য পরিবর্তন করো :**

(ক) তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। (অস্ত্যর্থক বাক্যে)

(খ) আপনারা সভ্য জাতি বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন। (যৌগিক বাক্যে)

(গ) সায়ংকালে অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িল। (জটিল বাক্যে)

(ঘ) আমি তোর জন্য আহার প্রস্তুত করিয়া রাখি নাই। (প্রশ্নবোধক বাক্যে)

(ঙ) আমরা বহুকালের অসভ্য জাতি। (নাস্ত্যর্থক বাক্যে)